চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১৩ জুলাই ২০১৭ খ্রি.

ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া জ্বরে আতঙ্কিত না হয়ে- সচেতন হোন" এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে নগরভবনে কে বি আবদুচ ছত্তার মিলনায়তনে ১৩ জুলাই ২০১৭ খ্রি. বৃহস্পতিবার, দুপুর ১২ টা থেকে "ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া জ্বরে আতঙ্কিত না হয়ে- সচেতন হোন" এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সেলিম আকতার চৌধুরী। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন চসিকের স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও ২৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা, বিএমএ চট্টগ্রামের সভাপতি ডা. মুজিবুল হক ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. সেলিম মো. জাহাঙ্গীর,। চসিকের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ আলীর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের প্রফেসর ডা. প্রদীপ কুমার দত্ত, প্রফেসর ডা. অশোক কুমার দত্ত ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ডা. হাসিনা নাজরিন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আলোচনা করেন ডা. প্রীতি বড়ুয়া, ডা. আশীষ মুখার্জী, ডা. সুশান্ত বড়-য়া এবং সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে এম এ হোছাইন। সেমিনারের প্রধান অতিথি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া জ্বর ভাইরাস জনিত একটি জ্বর। যা এডিস মশার কারণে ছড়ায়। সাধারণ চিকিৎসার মাধ্যমে এ জ্বর সেরে যায়। তিনি এডিস মশার বংশবৃদ্ধি রোধের মাধ্যমে এ ভাইরাসকে প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে মেয়র

বলেন, চট্টগ্রামে এ ভাইরাস জ্বরের তেমন কোন লক্ষণ নেই। তা সর্ত্তেও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া জ্বর থেকে নগরবাসীকে রক্ষার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার ও মশার উপদ্রপ এবং মশা উৎপত্তির উৎসসমূহ ধ্বংস করার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, মশা-মাছির জন্ম রোধকল্পে নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে মশা নিধন ও মশার উৎপত্তি রোধে চসিক ২মাস ব্যাপী ঔষধ ছিটানোর ক্রাস প্রোগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। এ খাতে প্রায় ৪ কোটি টাকারও অধিক অর্থ ব্যয় হবে। এ ছাড়াও মাইক প্রচার, প্রচারপত্র বিলি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে সচেতনতা সৃষ্টি এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি এবং ১৩০ জন ডাক্তারের মাধ্যমে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া জ্বর প্রসঙ্গে জনমনে সচেতনতা সৃষ্টি করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সেমিনারে বিশেষজ্ঞগণ বলেন, বাংলাদেশে যেকোন বিষয়ে ইতিবাচক প্রচারের কারণে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা বিরুপ ধারণার সৃষ্টি হয়। যার নমুনা হলো ডেঙ্গু ও চিকুগুনিয়া ভাইরাস। অথচ মার্কিন মুল্লুকে ২০১৫ সনে চিকুনগুনিয়া মহামারির আকার ধারণ করেছিল সেদেশে এ ধরণের নেতিবাচক প্রচারণা ছিল না। সেমিনারে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া জ্বরের নানা প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে বিশেষজ্ঞগণ এ ভাইরাসের উপসর্গ ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া রোগের করণীয় বিষয়গুলো এবং প্রতিরোধের দিকগুলো তুলে ধরেন। তারা বলেন, আপনার ঘর, বাড়ি এবং আশেপাশে যেকোন পাত্র বা জায়গায় জমে থাকা পানি ৩ দিন পরপর ফেলে দিলে এডিস মশার লার্ভা মরে যাবে, ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ঘঁসে পরিস্কার করতে হবে, ফুলের টব, প্লাষ্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাষ্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা, নারিকেলের মালা, কন্টেইনার, মটকা, ব্যাটারী শেল, পলিথিন, চিপসের প্যাকেট ইত্যাদিতে জমে থাকা পানিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে,অপ্রয়োজনীয়-পরিত্যাক্ত পানির পাত্র ধ্বংস অথবা উল্টে রাখতে হবে যাতে পানি না জমে, দিনে ও রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করতে হবে, যেহেতু মশা শরীরের খোলা জায়গায় কামড় দেয়, তাই যতদূর সম্ভব শরীর পোশাকে আবৃত থাকে এমন পোশাক পরা উচিত, সম্ভভ হলে জানালা এবং দরজায় মশা প্রতিরোধক নেট লাগান, যাতে ঘরে-বাড়িতে মশা প্রবেশ করতে না পারে, প্রয়োজনে শরীরের অনাবৃত স্থানে মশা নিবারক ক্রিম-লোশন ব্যবহার করা যেতে পারে (মুখমন্ডল ব্যতীত), বর্ষার সময় এ রোগের প্রকোপ বাড়তে পারে। তাই এ সময় অধিক সতর্ক থাকা প্রয়োজন আপনার বাড়ির আঙ্গিনা, স্কুল-কলেজ, দোকানপাট, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত এলাকায় এডিস মশা জন্ম দিতে পারে এমন সব স্থান পরিচ্ছন্ন রাখুন দলমত নির্বিশেষে সামাজিক,

সাংস্কৃতিক, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিতসহ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণকে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রী ও জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য এবং ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া সম্পর্কিত যেকোন প্রয়োজনে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতালে, চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান মেয়র।

১৩ জুলাই ২০১৭ খ্রি.

মাননীয় মেয়রের সাথে ঢাকায় নিযুক্ত সিঙ্গাপুরের কনস্যুলেট এর সৌজন্য সাক্ষাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনের সাথে নগরভবনে মেয়র দপ্তরে বাংলাদেশের ঢাকায় নিযুক্ত সিঙ্গাপুরের কনস্যুলেট (হেড অব মিশন) মি. উইলিয়াম চিক সৌজন্য সাক্ষাত করেন। ১৩ জুলাই ২০১৭ খ্রি. বৃহস্পতিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত সাক্ষাতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন সিঙ্গাপুরের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিষয়টি স্মরণে এনে মেয়রের সিঙ্গাপুর ওয়ার্ল্ড সিটি সামিট এর অভিজ্ঞতা এবং সিঙ্গাপুরের ভৌগলকি অবস্থান এবং বন্দরের নানামুখী কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেন, উভয় দেশের মধ্যে বিশেষ করে চট্টগ্রাম এবং সিঙ্গাপুরের মধ্যে নানাদিক থেকে মিল রয়েছে। বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর এবং সিঙ্গাপুরের সমুদ্র বন্দরের মধ্যে টু ইন পোর্ট রিলেশনশীপ আরো সুদৃঢ় করার সুযোগ রয়েছে। মেয়র বলেন, সিঙ্গাপুরের জনসংখ্যার চেয়ে চট্টগ্রাম নগরীর জনসংখ্যা অধিক। ৭শত বর্গমাইলের সিঙ্গাপুর বিশ্বে একটি বিস্ময়ের দেশ। মেয়র আশা করেন, কনসুলেটের মাধ্যমে চট্টগ্রামে সিঙ্গাপুরের নানামুখী কর্মকান্ড প্রসারিত হবে। ঢাকায় নিযুক্ত হওয়ার পর ৩ সপ্তাহের মধ্যে চট্টগ্রামে সফরে আসায় মেয়র তাঁকে অভিনন্দন জানান। সিঙ্গাপুরের হেড অব মিশন মি. উইলিয়াম চিক বাংলাদেশের চট্টগ্রামকে রাজধানীর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ নগরী হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, চট্টগ্রাম নগরী প্রাকৃতিক দিক থেকে নৈসর্গিক একটি শহর। তিনি চট্টগ্রাম সফর করে চট্টগ্রামের বৈচিত্র দেখে অভিভুত হন। কনস্যুলেট বলেন, চট্টগ্রাম পোর্ট অথরিটি ও চট্টগ্রাম চেম্বার এর সাথে বৈঠকের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী চট্টগ্রামে ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানী-রফতানী ও বিনিয়োগ বিষয়ে চমৎকার ধারণা অর্জন করেছেন। তার এই অভিজ্ঞতা সিঙ্গাপুর

সরকারকে জানাবেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন সিঙ্গাপুরের এ কনস্যুলেট (হেড অব মিশন) মি. উইলিয়াম চিককে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মনোগ্রাম খচিত ক্রেস্ট ও ফুল দিয়ে স্বাগত জানান। এ সময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা, মেয়রের একান্ত সচিব মো. মঞ্জুরুল ইসলাম ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবদুর রহিম উপস্থিত ছিলেন।

১৩ জুলাই ২০১৭ খ্রি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৪টি স্থায়ী কমিটি সভায়- মাননীয় মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে ১৫০ কোটি টাকা দিচ্ছে বাংলাদেশ মিনিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (বিএমডিএফ)। এর মধ্যে ৮০% অর্থাৎ ১২০ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে ও অবশিষ্ট ৩০ কোটি টাকা ৫% সুদে ঋণ হিসেবে মঞ্জুর করেছে এ প্রতিষ্ঠান। ঋণের এই ৩০ কোটি টাকা ১০ বছরে পরিশোধ করতে হবে কর্পোরেশনকে। ১৩ জুলাই ২০১৭ খ্রি. বৃহস্পতিবার, দুপুরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কনফারেন্স রুমে প্রকৌশল বিভাগের ৪টি স্থায়ী কমিটির সভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন এ তথ্য প্রকাশ করেন। যে ৪টি স্থায়ী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো হলো পরিচালনা ও রক্ষণা-বেক্ষণ স্থায়ী কমিটি, যোগাযোগ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পানি, বিদ্যুৎ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি এবং নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ স্থায়ী কমিটি। এসময় স্থায়ী কমিটি সমূহের সভাপতি ছালেহ আহমদ চৌধুরী, মোহাম্মদ আবদুল কাদের, মোহাম্মদ জাবেদ, মো. মোরশেদ আলম, কমিটি সমূহের সদস্যবৃন্দ, প্রধান প্রকৌশলী লে. কর্ণেল মহিউদ্দিন আহমদ, নগর পরিকল্পনবিদ এ কে এম রেজাউল করিম সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। সিটি মেয়র বলেন, বিএমডিএফ' র থেকে প্রাপ্ত ১৫০ কোটি টাকায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৩টি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্প ৩টি হলো ফইল্যাতলী বাজারে কিচেন মার্কেট কাম ১০ তলা বিশিষ্ট কমার্শিয়াল ভবন নির্মাণ, বকশিরহাটে কিচেন মার্কেট কাম ১০ তলা বিশিষ্ট কমার্শিয়াল ভবন নির্মাণ, দক্ষিণ আগ্রাবাদে মাল্টিপারপাস কনভেনশন হল নির্মাণ। তিনি বলেন, এই ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কর্পোরেশনের আয় বাড়বে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক

প্রকৌশলী মো. রফিকুল ইসলামকে এই প্রকল্প ৩টির প্রজেক্ট ডিরেক্টর (পিডি) নিয়োগ করা হয়েছে। সিটি মেয়র বলেন, ২০১৯ সালের ডিসেম্বর এর মধ্যে এ প্রকল্প ৩টির কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এর পূর্বে স্ব স্ব স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ও সম্মানিত কাউন্সিলরগণ তাদের বিগত সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত কার্যবিবরণীর আলোকে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও তাদের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবগুলো হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ের অতি বৃষ্টিতে নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডের ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক সমূহ জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা, নালা-নর্দমা সমূহের মাটি উত্তোলন করে পানি চলাচল স্বাভাবিক করা, ওয়ার্ড পর্যায়ে সড়ক বাতি সরবরাহের মাধ্যমে আলোকায়ন নিশ্চিত করা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে গত ১ বছরে নষ্ট, মেরামতকৃত গাড়ি ও যন্ত্রপাতির তালিকা প্রকাশ, ওয়ার্ড পর্যায়ে স্থাপিত ডিপটিউবঅয়েল এর ১৫৪টি সাবমারসিভল পাম্প পরিচালনায় জোন ভিত্তিক কমিটি গঠন, ওয়ার্ড পর্যায়ে স্থাপিত ডিপটিউবঅয়েল পরিচালনায় নতুন নিয়োগ বা কর্পোরেশনের প্রকৌশল বিভাগে কর্মরত যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদায়নের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ,
নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডে চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক পানি সরবরাহের জন্য কেটে ফেলা সড়ক সমূহ চিহ্নিত করে তালিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত। উল্লেখ্য সভায় ডিপটিউবঅয়েলের মেইনটেনেন্স ও এর মেরামতের যাবতীয় ব্যয় এর সুবিধাভোগীদের বহন করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়াও চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক পানি সরবরাহের জন্য কেটে ফেলা সড়ক সমূহ চিহ্নিত করে এর তালিকা আগামী স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট তত্ত্াবধায়ক প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীদের নির্দেশ দেন।
মেয়র বলেন, অতি বর্ষণে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বেশ কিছু রাস্তা-ঘাটের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। বৃষ্টি মৌসুম শেষ হলে এ সমস্ত সড়কসমূহে মেরামতের কাজে হাত দেয়া হবে। সড়ক, নালা-নর্দমা, ফুটপাত ইত্যাদি উন্নয়ন, নির্মাণ ও মেরামতে ইতিমধ্যে ২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান। এর মধ্যে ১৬ কোটি টাকার একটি প্রকল্পের দরপত্র কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৮৮৪ কোটি টাকার আরেকটি প্রকল্প আগামী সপ্তাহে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। এ ২টি প্রকল্পের কার্যাদেশ অক্টোবর- নাগাদ দিয়ে দেয়া যাবে। এ প্রকল্প ২টি বর্তমানে একনেকে পাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

১৩ জুলাই ২০১৭ খ্রি.

দুর্ঘটনায় আহত ৩৩নং ফিরিঙ্গীবাজার ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লবকে ম্যাক্স হাসপাতালে দেখতে গেলেন মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন

চট্টগ্রাম নগরীর ৩৩নং ফিরিঙ্গীবাজার ওয়ার্ড কাউন্সিলর, কারা পরিদর্শক, সিডিএ বোর্ড মেম্বার ও আওয়ামী যুবলীগ নেতা হাসান মুরাদ বিপ্লব গত ১২ জুলাই ২০১৭ খ্রি. বিকেলে এক দুর্ঘটনায় মাথায় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ম্যাক্স হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। ১২ জুলাই ২০১৭ খ্রি. বুধবার, রাতে ম্যাক্স হাসপাতালে হাসান মুরাদ বিপ্লবকে দেখতে গেলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। তিনি কিছু সময় আহত এ নেতার শয্যা পাশে অবস্থান করে তাঁর চিকিৎসার খোঁজ খবর নেন এবং আল্লাহর দরবারে তাঁর সুস্থতা কামনা করেন। এ সময় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা মেয়রের সাথে ছিলেন।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা